দিব্যাঙ্গদের বিষয়ে গত তিন বছরে দেশের অগ্রগতি
সবাধীনতা, সমতা ও সুবিচার নিয়ে দিব্যাঙ্গ সহ সব নাগরিককে অধিকার

Posted On: 10 OCT 2017 4:39PM by PIB Kolkata

স্বাধীনতা, সমতা ও সুবিচার নিয়ে দিব্যাঙ্গ সহ সব নাগরিককে অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারতের সংবিধানে। বাস্তবে কিন্তু সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক কারণে দিব্যাঙ্গকে সইতে হচ্ছে অপবাদ, বৈষম্য আর অবহেলা। বিকলাঙ্গতার সঙ্গে বৈষম্য মিশলে প্রতিবন্ধকতা বা বাধাবিপত্তি বেড়ে যায় দ্বিগুন। বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধীদের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা খাটো করে দেখার একটা ব্যাপক প্রবণতা আছে। সৌজন্যে সাধারণ মানুষের ধ্যানধারনা ও কুসংস্কার। এর ফলে গড়ে ওঠে দিব্যাঙ্গদের মধ্যে সামর্থ্যকে যথাযথ কাজে না লাগাতে পারার এক দুষ্ট চক্র। আর এর দরুন, তাদের মধ্যে কাজ করে হীনমন্যতা। এটা তাদের বিকাশের আরও ক্ষতি করে। প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ভুল ধারণা ভাঙ্গা এবং অমূলক কথাবার্তা থামাতে আমাদের নিজেদের তালিম দিতে সময় লেগেছে বিস্তর। পুরোন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানধারনা যাতে মাথা চাড়া না দেয়। সেজন্য এসব নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত সচেতন থাকা দরকার।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পূর্ণ অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ তৈরি না হওয়া ইস্তক, প্রতিবন্ধীদের অধিকারের ইসুগুলির উপর নজর ছিল না তেমন একটা। তাদের কল্যাণ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্হা করতে, এটা তাই এক আইনি কাঠামো। তাদের অধিকার মেলা, চাকরি-বাকরি সংরক্ষণ, স্বাস্হ্য, শিক্ষা এবং স্বাভাবিক জীবনের দিকে গুরুত্ব দিয়েছে এই আইন।

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, নীতিগত বিষয় ও কাজকর্মের জন্য ২০১২-র ১২ মে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক থেকে প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নের জন্য দপ্তরকে পৃথক করা হয়। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য সমান সুযোগের এক সমাজ গঠন করা এই দপ্তরের দর্শন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি(সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পূর্ণ অংগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫-এর সংস্হাগুলির সমন্বয় এবং আরও সুষ্ঠু রূপায়ণ সুনিশ্চিত করার জোড়া উদ্দেশ্য মাথায় রেখে, কেন্দ্র প্রতিবন্ধীদের অধিকার আইন, ২০১৬ বানায়। এই আইন বলবৎ হয় ২০১৭-র ১৯ এপ্রিল থেকে। শিক্ষা, পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা, রুজি রোজগার ও স্বভাবিক জীবন বিকাশের মাধ্যমে সমানে প্রতিবন্ধীদের সত্যকারের পূর্ণ এবং যথার্থ অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্হা আছে আইনে।

প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সাজসরঞ্জাম কেনা/ লাগানোর জন্য সাহায্য দেওয়ার প্রকল্পে ৩ বছরে অনুদান বাবদ খরচ হয়েছে ৪৬.৯৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৫৬২টি শিবির খোলার মাধ্যমে উপকার পেয়েছেন ৭ লক্ষ ৬০ হাজার জন। ৩৭৩০ জন দিব্যাঙ্গকে দেওয়া হয়েছে মোটরগাড়ির ট্রাইসাইকেল বা তিন চাকার সাইকেল। প্রতিবন্ধীদের জন্য সাহায্যের প্রকল্পে সাজসরঞ্জাম বিলি করতে ২৭টি রাজ্য জুড়ে আয়োজিত শিবিরগুলির মধ্যে আছে ২৪৮টি মেগা/ ক্যাম্প।

কম শুনতে পারা শিশুদের ককলিয়া (কানের ভিতর প্যাঁচানো গড়নের অংশ) ঠিক করার সরঞ্জাম বসানোর জন্য চিকিৎসার (ককলিয়া ইমপ্লান্ট সার্জারি) জন্য ১৭২টি হাসপাতালের তালিকা বানানো হয়েছে। এযাবৎ ৮৩৯টি এ ধরণের অস্ত্রোপচার সফল।

প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে, সরকার ৫টি বৃত্তি প্রকল্প চালাচ্ছে। এগুলি হচ্ছে, প্রাক-মাধ্যমিক, মাধ্যমিকোত্তর, উঁচু স্তর (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়), প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় গবেষণা ও জাতীয় বিদেশ বৃত্তি। এসব বৃত্তি মেলে নবম শ্রেণী থেকে এম ফিল/ পিএইচডি অবধি এবং বিদেশে পড়াশুনোর জন্য।

সরকার দিল্লীর ওখলায় খুলেছে ভারতীয় ইশারা-ভাষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)। মূক বধিরদের উপকারের জন্য ভারতীয় ইশারা-ভাষা গবেষণা, শিক্ষা ও ব্যবহারের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। এগিয়ে চলেছে হাজার ছয়েক শব্দের ইশারা-ভাষা অভিধান তৈরির কাজকর্ম।

বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভারত সরকার গড়ে তুলেছে ৭টি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষনা ও উন্নয়ন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য পরিষেবা মেটানোর কাজ করে থাকে এসব প্রতিষ্ঠান। রাজনন্দ গাঁও (ছত্তিশগড়), নেলোর (অন্ধ্রপ্রদেশ), দাবনগেরে, (কর্ণাটক) ও নাগপুর (মহারাষ্ট্র) এ স্হাপন করা হয়েছে চারটি নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্র। আইজলে চলছে প্রতিবন্ধকতা চর্চা কেন্দ্র (ডিজএবিলিটি স্টাডি সেন্টার) তৈরির কাজ।

সরকার কানপুরে ভারতের কৃত্রিম প্রত্যঙ্গ নির্মাতা (আর্টিফিসিয়াল লিম্বস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া) নিগম আধুনিক করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য আধুনিক ধাঁচের সহায়ক সাজসরঞ্জাম উপাদনের এই প্রকল্পে খরচ পড়বে ২৮৬ কোটি টাকা। এর ফলে উপকার হবে দেশে ৬ লাখ প্রতিবন্ধীর। বর্তমানে এই নিগম পরিষেবা যোগাতে পারে মাত্র ১.৫৭ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে।

কেন্দ্রের নতুন উদ্যোগের মধ্যে আছে, রাজ্য স্তরে শিরদাঁড়ায় চোটের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্হাপনার জন্য রাজ্য শিরদাঁড়া চোট কেন্দ্র (স্টেট স্পাইনল ইনজুরি সেন্টার) গড়ে তুলতে সাহায্য করা দিকে গুরুত্ব দেওয়া। এই প্রকল্প মারফত, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জেলা হাসপাতালে একটি পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্র স্হাপন করা হবে। এখানে ১২টি শয্যা থাকবে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীদের জন্য। জিরাকপুর (পঞ্জাব), বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং গোয়ালিয়র-এ (মধ্যপ্রদেশ) একটি করে প্রতিবন্ধীদের জন্য ক্রীড়া কেন্দ্র গঠনের পরিকল্পনাও আছে।

স্বাবলম্বন ও মর্যাদার সঙ্গে সমাজে বাস করলে প্রতিবন্ধীদের সক্ষম করার জন্য দপ্তরের কর্মসূচি ও কল্যাণ প্রকল্পগুলি আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কেন্দ্র চায় রাজ্য সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সুশীল বা নাগরিক সমাজ সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের অংশগ্রহণ।

- লেখক হলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রী

নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব

PG/SC/NS/...

(Release ID: 1505511) Visitor Counter : 2

Background release reference

সবাধীনতা, সমতা ও সুবিচার নিয়ে দিব্যাঙ্গ সহ সব নাগরিককে অধিকার